বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ আদি অধিক্ষেত্র)

উপস্থিত:
জনাব বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম

ভি.সি. রীট পিটিশন নং-২২/২০২০

শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন

-------আবেদনকারী।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার গং
-------রেসপন্ডেন্টগণ।
মিস ইয়াদিয়া জামান, অ্যাডভোকেট
-----আবেদনকারীর পক্ষে।

সঙ্গে

ভি.সি. রীট পিটিশন নং-৬৪/২০২০

এ.এম. জামিউল হক গং

-------আবেদনকারীগণ।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার গং
-------রেসপন্ডেন্টগণ।
জনাব এ.এম. জামিউল হক, এ্যাড.
জনাব এ.কে.এম. এহসানুর রহমান, এ্যাড.
জনাব নাজমুল হুদা, এ্যাড. এবং
জনাব মোহাম্মদ মেহেদী হাসান, এ্যাড.
-----(ইন্‌পারসন)।

সঙ্গে

ভি.সি. রীট পিটিশন নং-৬৫/২০২০

আইনুন্নাহার সিদ্দীকা গং

-------আবেদনকারীগণ।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার গং
-------রেসপন্ডেন্টগণ।
জনাব অনিক আর. হক, অ্যাডভোকেট
-----আবেদনকারীগণের পক্ষে।

সঙ্গে

ভি.সি. রীট পিটিশন নং-৬৬/২০২০

জাস্টিস ওয়াচ ফাউন্ডেশন

-------আবেদনকারী।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার গং
-------রেসপন্ডেন্টগণ।
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (মিলন), অ্যাডভোকেট
-----আবেদনকারীর পক্ষে।

সঙ্গে

ভি.সি. রীট পিটিশন নং-৬৭/২০২০

অ্যাড. মোঃ মাহবুবুল ইসলাম

-------আবেদনকারী।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার গং
-------রেসপন্ডেন্টগণ।
জনাব মনজিল মোরসেদ, অ্যাডভোকেট
-----আবেদনকারীর পক্ষে।

জনাব মাহবুবে আলম, বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল সঙ্গে
জনাব মুরাদ রেজা, বিজ্ঞ অতিরিক্ত এ্যাটর্নী জেনারেল
জনাব অমিত তালুকদার, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এবং
জনাব তৌফিক সাজওয়ার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
------ সরকার পক্ষে।

আদেশের তারিখঃ ২২ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৬ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অত্র আদালত কর্তৃক ১৫ই জুন, ২০২০ইং তারিখে প্রদত্ত আদেশ প্রতিপালনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষে পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ) আদালতে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

অপরদিকে ভি.সি. রীট পিটিশন নং-৬৪/২০২০ এবং ভি.সি. রীট পিটিশন নং-৬৬/২০২০ মামলায় দরখাস্তকারীপক্ষ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের কপি আদালতে দাখিলক্রমে চিকিৎসা অবহেলায় ভুক্তভোগী রোগীদের বিড়ম্বনা সম্পর্কিত অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান এবং দোষীব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রার্থনা করে পৃথক পৃথক দুইটি দরখাস্ত দাখিল করেছে।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নী জেনারেল এবং রীট আবেদনকারীগণের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রবণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন

এবং রীট আবেদনকারীগণের উপরোক্ত দরখাস্ত এবং সংযুক্ত কাগজাদি পর্যালোচনাক্রমে আদালত নিম্নোক্ত আদেশসমূহ প্রদান করছে:

১। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন সরকারী/বেসরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিক-এর বিরুদ্ধে কোভিড ও নন-কোভিড রোগীদের চিকিৎসার অবহেলার বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে এ পর্যন্ত কোন লিখিত অভিযোগ না পাওয়া কারো বিরুদ্ধে কোন ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি; তবে এধরনের লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

প্রতিবেদনের উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ভি.সি. রীট পিটিশন নং-৬৪/২০২০ এবং ভি.সি. রীট পিটিশন নং-৬৬/২০২০ এ দাখিলকৃত দরখাস্তে উল্লেখিত অভিযোগসমূহ যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট্য রীট আবেদনকারীগণকে উক্ত দরখাস্তের কপি সংযুক্তিসমূহসহ অবিলম্বে মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করার নির্দেশ দেওয়া হলো; এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে উক্ত অভিযোগসমূহ বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান পূর্বক আগামী ২১/০৭/২০২০ইং তারিখের মধ্যে অনুসন্ধান বিষয়ে একটি প্রতিবেদন আদালতে দাখিলের নির্দেশ দেয়া হলো।

২। ভুক্তভোগী ও সংশ্লিষ্ট্যরা যাতে সরকারী বেসরকারী-হাসপাতালে চিকিৎসার অবহেলা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ সহজেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে জানাতে পারে সেজন্য অভিযোগ গ্রহণের সুবিধার্থে পৃথকভাবে একটি ই-মেইল আইডি খোলার ও উক্ত ই-মেইল নাম্বারটি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। অক্সিজেন সিলিন্ডারের খুচরা ও রিফিলিং এর খুচরা মূল্য নির্ধারণ করণ প্রসংগে আদালতকে অভিহিত করা হয়েছে যে, ২৮/৬/২০২০ইং তারিখে মূল্য নির্ধারণের জন্য পরিচালক (ভান্ডার ও সরবরাহ) কেন্দ্রীয় ঔষধাগার -কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবদী মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি। এমতাবস্থায় আগামী ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং রিফিলিং এর খুচরা মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা সর্বসাধারণকে জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। বেসরকারী হাসপাতালে কোভিড রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বিলের বিষয়ে ভুক্তভোগী বা সংশ্লিষ্ট্য ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করলে দুর্নীতি দমন কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের নিকট এধরনের কোন অভিযোগ দায়ের করা হলে, কমিশন-কে দ্রুত কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হলো।

৫। ক্যান্সার, কিডনী ডায়ালাইসিসহ জটিল রোগে আক্রান্ত সকল রোগীর ফলো আপ চিকিৎসার প্রয়োজনে করোনা পরীক্ষা অত্যাবশ্যক। সে কারণে ঐ সমস্ত রোগীদের করোনা পরীক্ষা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে, যাতে করে ঐ সমস্ত রোগীদের করোনা পরীক্ষা ও রিপোর্ট সর্বোচ্চ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সরবরাহ করা সম্ভব হয়। প্রয়োজনে ঐসমস্ত রোগীদের জন্য ল্যাব বা নমুনা সংগ্রহের বুথ সুনির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকাসহ দেশের

সকল হাসপাতালে মনিটরিং-এর জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে ঐসব কমিটি যাতে সক্রিয় ও কার্যকর ভুমিকা পালন করে সে বিষয়ে সজাগ থাকার নির্দেশ দেয়া হলো।

পরবর্তী আদেশ ২২ জুলাই ২০২০ইং।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশের কপি প্রেরণ করা হোক-

১। চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন।

২। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৪। মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।